মক্কা ঘোষণা

www.pathagar.com

১৪০১ হিজরীর ১৯ থেকে ২২শে রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৯৮১ সালের ২৫শে জানুয়ারী থেকে ২৮শে জানুয়ারী অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের উদ্যোগে আয়োজিত মক্কা মোকাররমায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের ঐতিহাসিক ঘোষণা।

মূল : আরবী, ইংরেজী ও ফরাসী
বাংলা অনু : আবুল আসাদ

প্রকাশনা : রাজকীয় সউদী আরব দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

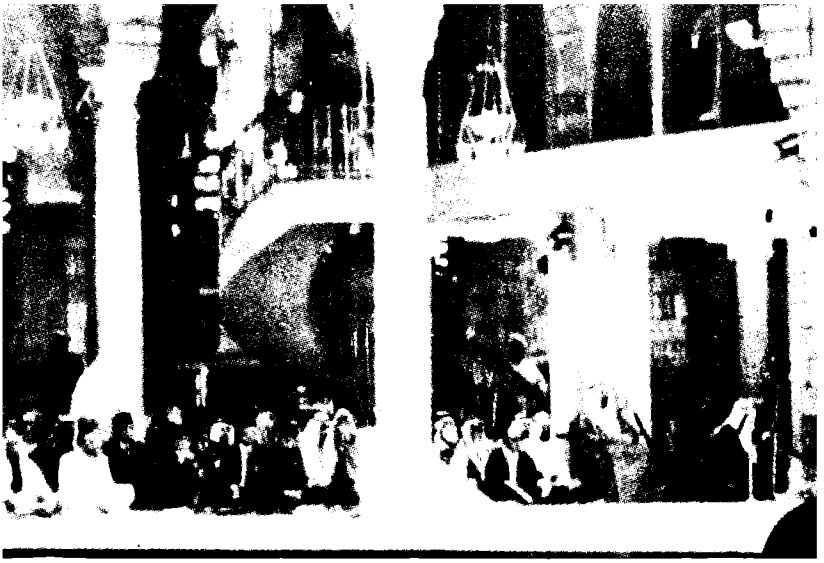

কা'বার দক্ষিণ দিকের হেরেমে রাষ্ট্র প্রধানদের সারিতে বসে সউদি আরবের বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আজিজ উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন।

কা'বার দক্ষিণ দিকের হেরেমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন রাষ্ট্র প্রধানগণ। অনেকেই এহরাম বাঁধা অবস্থায়।

www.pathagar.com

মক্কা ঘোষণা

بسم الله الرحمن الرحيم

আমরা অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ ১৪০১ হিজরীর ১৯ থেকে ২২শে রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৯৮১ সালের ২৫ থেকে ২৮শে জানুয়ারী পবিত্র মক্কা মোকাররমায় তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের লাখো সিজদাহ্। তিনি তাঁর অপার করুণায় আমাদেরকে বিশ্ব মুসলিমের কিবলায়, ওহির নাজিল-গাহ পবিত্র কা'বার সান্নিধ্যে এই পবিত্র নগরীতে নতুন এক হিজরীর সুবহ সাদেকে সমবেত হবার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা এই সুযোগকে মুসলিম উম্মার ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সার্বিক ইসলামী পুনর্জাগরণের এক শুভারম্ভ বলে মনে করছি। মানব সভ্যতা এবং বিশ্ব সমাজে পুনরায় সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন লাভ, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং ইসলামের সংহতি শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের স্মৃতিচারণ, বর্তমানের মূল্যায়ন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার জন্য আস্থার সাথে সামনে এগোবার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সুযোগ এটা।

বিশ্বাসের ঘোষণা

এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অনড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য এবং অনুসরণই বিরূদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। ইসলামের পথই একমাত্র পথ যে পথ শক্তি, সম্মান, সমৃদ্ধি ও সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পরিচালিত করবে। ইসলামই শুধু মুসলিম উম্মাকে বস্তুবাদের যন্ত্রণাদায়ক সয়লাব থেকে বাঁচিয়ে মুসলিম উম্মার স্বকীয়তাকে সমুন্নত এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে। এবং ইসলামই মুসলিম জনতা ও তাদের নেতৃবৃন্দের জন্য এক অতুল শক্তির সঞ্জীবনী সুধা। শুধু এর দ্বারাই তারা পারে তাদের পবিত্র স্থানগুলো মুক্ত করাসহ এই বিশ্বে তাদের হারানো আসন পুনরুদ্ধার করতে এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য জাতির পাশে যোগ্য আসনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মানব-জীবনে সাম্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে।

স্বাধীনতা, সুবিচার, মানবীয় মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, বিবেক বোধ এবং অবিচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের চিরন্তন নীতির প্রতি মুসলমানদের ঈমান, মানব-জীবনে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং মানবিক নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপর ভিত্তিশীল এক আন্তঃ-জাতি সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুসৃত তাদের প্রয়াসকে নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে। এইভাবে মুসলমানদের এই প্রয়াস নতুন এক যুগের উত্থান ঘটায়। বিশ্বের জাতিসমূহ এখানে শক্তি নয় যুক্তি ও নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, এখানে এই বিশ্ব থেকে সকলপ্রকার নির্যাতন, বঞ্চনা, আধিপত্য, অবিচার, ঔপনিবেশিকতা এবং নব্য-ঔপনিবেশিকতা—এক কথায় বংশ, বর্ণ, জাত ভিত্তিক সকলপ্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটে।

আমরা ঘোষণা করছি, আমাদের আদর্শের দৃঢ় অনুসরণের মাধ্যমেই শুধু আমরা আমাদের সমাজের শক্তি কাঠামোকে ধরে রাখতে পারি এবং যে অনৈক্য অধঃগতির ফলে অনেক মুসলিম দেশ বিশেষ করে কেবলায়ে আওয়াল আল-কুদস বিদেশী আধিপত্যের খপ্পরে নিপতিত হয়েছে, তার কবল থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে পারি। ইতিহাস সাক্ষি, যখনই মুসলমানরা কোন অবিচার ও আগ্রাসনের শিকার হয়েছে, তখনই তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কৃতিত্ব লোপ পেয়েছে এবং তাদের বৈষয়িক সহায়-সম্পদেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। উল্লেখ না করলেও চলে, আজ নতুন শতাব্দির সুপ্রভাতও অবলোকন করছে—মুসলিম বিশ্ব তার স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, মান-মর্যাদা নিয়ে সংঘাতের সম্মুখীন।

আমরা দুঃখের সাথে বলছি, সকলপ্রকার বৈষয়িক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি আবিষ্কার-অবদান সত্ত্বেও মানবতা আজ আত্মিক দারিদ্র্যে ভুগছে, নিদারুণভাবে নৈতিক অধঃগতির শিকার হচ্ছে এবং সমাজ সমান ভাবেই আজ অসাম্য পীড়িত। অনুরূপভাবে অর্থনীতি আমাদের ভয়ানক সংকটে ভুগছে এবং রাজনীতিও নিরন্তর অস্থিতিশীলতার বিপদ দ্বারা তাড়িত। বিপুল বেগে বিচরণশীল অমংগলের শক্তি আজ যুদ্ধের তপ্ত আবহাওয়াকে বাড়িয়ে তুলছে, বিভেদের বীজ বপন করছে,

www.pathagar.com

মানুষের শান্তি ও বিশ্ব শান্তির প্রতি চোখ রাঙানি দিচ্ছে এবং মানব সভ্যতাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলছে।

আমরা মনে করি, মুসলিম উম্মার অন্তর্নিহিত গুণই হলো ঃ এটা ঐক্য ও সংহতির দিশারী হবে, অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রার পথ নির্দেশ করবে এবং শক্তি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাব কেতাব এবং রসূল (সঃ)-এর সুন্নাহ'র মহামালিক হলো এই জাতি। মানুষকে মংগল ও মুক্তির পথে পরিচালিত করার জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান এদের কাছে রয়েছে। আর এটাই আমাদের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের শক্তিই আমাদের পরাধীনতার শিকল ভাংগায় সক্ষম করে এবং সাহায্য করে আমাদের অন্তর্নিহিত সব শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার লক্ষ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সংগঠিত করতে। মূলতঃ আমাদের সত্য পথকামী জীবনের আসল নোংর এটাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিভিন্ন বংশ গোত্র নিয়ে গঠিত ভূমণ্ডলের বিশাল এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত অতুল সম্পদ সামর্থের মালিক ১০০ কোটি মানুষের এই জাতি যদি তার অধ্যাত্মিক শক্তিতে সজ্জিত হয়ে তার বস্তু ও জন-সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগায় তাহলে বিশ্বে তারা একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করতে পারে এবং বিশ্ব মানবতাকে একটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন উপহার দেবার জন্য তাদের নিজেদের সমৃদ্ধি অর্জনের পথকে তারা নিশ্চিত করে তুলতে পারে।

ইসলামের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে পবিত্র মক্কা নগরীর মহতী এই সম্মেলনে সমবেত হয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা আমাদের সংহতি জোরদার এবং আমাদের পুনর্জাগরণের পদ্ধতিকে গতিশীল করার সংকল্প ঘোষণা করছি। এই সংকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে নিম্নলিখিত ঘোষণা দান করছি ঃ

মুসলমানরা এক জাতি ঃ

ভাষা, বর্ণ, দেশ এবং এ ধরনের সব পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্বের সব মুসলমান একটি এক ও অখণ্ড জাতির অন্তর্ভুক্ত। একই বিশ্বাসের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তারা সঞ্জীবিত হয়ে একই দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে এবং একটিমাত্র লক্ষ্যই তাদের

www.pathagar.com

সামনে। সব রকমের ভিন্ন শক্তি-জোট ও মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অনৈক্যের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কাজে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে মুসলমানরা এক মহান জাতি হিসেবে বিশ্বে দণ্ডায়মান রয়েছে।

সুতরাং আমাদের সংহতি জোরদার করা, বিভেদ-বিরোধের অবসান ঘটানো এবং ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং আমাদের জন্য চিরন্তন সুবিচারের মাপকাঠি আল্লার কিতাব ও রসুল (সঃ)-এর সুন্নাতের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল নীতি ও বিধানের মাধ্যমে আমাদের মধ্যেকার যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাদের জনগণের আশা-আকাঙ্খা পরিপূরণের জন্য আমরা আমাদের পারস্পরিক আলোচনা জোরদার করব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ স্বার্থকে সমুন্নত করে তুলে ধরার জন্য আমাদের প্রয়াসগুলোর সমন্বয় সাধন করব এবং এইভাবেই বিশ্বে আমাদের মান-মর্যাদার আমরা বৃদ্ধি ঘটাব।

একইভাবে আমাদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার, স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণে একে অপরকে সমর্থন করা, আমাদের অধিকারকে সমুন্নত করে তুলে ধরা ও আমাদের জাতির উপর আপতিত অবিচারসমূহের অবসান ঘটানোর জন্য নিজেদের শক্তি ও সংহতির উপর ভিত্তি করে আমাদের সব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হতেও আমরা আমাদের দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করছি।

আমরা জানি যে, মুসলমানরা আজ অসংখ্য অবিচারের শিকার এবং আন্তর্জাতিক চরিত্রে শক্তির অবাধ প্রদর্শনী, আগ্রাসন এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি তাদের জন্য আজ অনেক বিপদ ডেকে এনেছে।

আমরা আরও জানি যে, ইসলাম তার অনুসারী এবং অন্যদের জন্য সুবিচার ও সাম্যের আদর্শ তুলে ধরে এবং যারা আমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে আসে না, আমাদেরকে ঘর-বাড়ী ছাড়া হতে বাধ্য করে না এবং অত্যাচার-অন্যায়ের সাথে আপোষহীন আমাদের পবিত্র মূল্যবোধকে যারা আহত করে না, তাদের জন্য সৌহার্দ ও সহনশীলতার বাণীও বহন করে।

www.pathagar.com

হৃত অধিকার উদ্ধারের প্রশ্ন :

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইহুদি কর্তৃক ফিলিস্তিন ও অন্যান্য আরব এলাকা কুক্ষিগত করে নেয়ার মোকাবিলা এবং সেই সাথে সকলপ্রকার ইহুদি ষড়যন্ত্র ও তৎপরতাকে নস্যাৎ করে দেয়ার অনড় শপথ ঘোষণা করছি। ইহুদিদের এই ঘৃণ্য আগ্রাসনকে যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও জনশক্তি সরবরাহ করে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, তাদের এই নীতির আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং একে প্রত্যাখ্যান করি। একই সাথে আমরা ফিলিস্তিন সংক্রান্ত যেসব উদ্যোগে ফিলিস্তিনী জনগণের তাদের স্বীয় মাতৃ-ভূমিতে ফেরাসহ তাদের অপরিবর্তনীয় জাতীয় অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি নেই এবং ফিলিস্তিনী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নেতৃত্বে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর প্রতিফলন নেই, সে ধরনের সকল উদ্যোগ আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদেরকে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে অন্যায় ও অসমীচীন সমাধানের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করার জন্য চাপ প্রয়োগের সকল চেষ্টাও আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ প্রস্তাব কর্তৃক স্বীকৃত ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকারের পুনরুদ্ধার এবং পবিত্র স্থানসমূহসহ ফিলিস্তিন ও আরব ভূখণ্ড-সমূহ মুক্ত করার জিহাদে সর্বশক্তি দিয়ে অংশগ্রহণ করতে এবং আগ্রাসন ও চাপের মোকাবিলা করতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

আল-কুদস শরিফের মুক্তি :

আল-কুদস শরিফ নিয়ে কৃত জঘন্য অপরাধ, ফিলিস্তিনী জনগণের জাতীয় ও ধর্মীয় অধিকার নস্যাৎ করার জন্য পরিচালিত সুপরিকল্পিত হামলা ও আল-কুদস শরিফকে চিরতরে কুক্ষিগত করে নেয়ার জঘন্য চেষ্টা অব্যাহত থাকায় এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার এবং এসব কাজের সমর্থকদের নিন্দা করার কোন বিকল্প আমাদের নেই।

সুতরাং আমরা আল-কুদস শরিফের মুক্তি এবং হারানো ভূখণ্ড সমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের যা আছে সব কিছু দিয়ে জিহাদ

www.pathagar.com

শরিক হবার শপথ গ্রহণ করছি। আল-কুদস শরিফ এবং সকল হারানো এলাকা ও অধিকার এসবের ন্যায্য দাবীদার ফিলিস্তিনী ও আরব জনগণের হাতে ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এই জিহাদকে আমরা বর্তমান জেনারেশনের সবচেয়ে বড় ইসলামী দায়িত্ব বলে মনে করব।

আফগানিস্তান প্রশ্ন ঃ

নগ্ন আগ্রাসনের শিকার স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে এবং স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও ইসলামী পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবার মুখোমুখি দাঁড়ানো আফগান জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে আমরা দৃঢ় সমর্থন দিয়ে যাব। বিদেশী সৈন্যের হস্তক্ষেপ আজ আফগানিস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে আমরা উদ্বেগ বোধ করছি। বাইরের সকল হস্তক্ষেপ বিমুক্তভাবে বীর আফগান জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধীকারের প্রতিষ্ঠা, আফগানিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ এর জোটনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে ও সম্পূর্ণভাবে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতে আফগান সমস্যার একটা রাজ-নৈতিক সমাধানে পৌঁছার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি। আমরা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জিহাদে লিপ্ত আফগান জনগণের সাথে আমাদের পরিপূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি।

পরাশক্তিদের দ্বন্দ্ব ঃ

পরাশক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, স্ব-স্ব প্রভাব-বলয় বিস্তারে তাদের প্রতিযোগিতা এবং ইসলামী রাষ্ট্র অধ্যুষিত ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর এবং গাল্‌ফ এলাকায় তাদের সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা আমাদের এই সাধারণ বিশ্বাসের কথা পুনর্ব্যক্ত করছি যে, গাল্‌ফ এলাকার শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং এর সমুদ্র পথ-গুলোর নিরাপত্তাবিধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গাল্‌ফ স্টেটগুলোর নিজেদের এবং যে কোন ধরনের বাইরের হস্তক্ষেপই এখানে অবাঞ্ছিত।

www.pathagar.com

মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন এবং মানব-মর্যাদার পরিষ্কার পরিপন্থী। পৃথিবীর যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যালঘু রয়েছে তাদের প্রতি আমাদের আবেদন, পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের সুযোগ দিন এবং নাগরিক হিসেবে তাদেরকে আইনানুগ সমানাধিকার দান করুন।

নতুন বিশ্ব গড়ার ডাক :

গোড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব, শক্তির দাপট ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার তাড়না, লোভ ও অবিচারের পীড়ন এবং দুর্বল জাতি-গুলোর উপর উদ্যত ঔপনিবেশিকতা ও বঞ্চনার থাবা আমাদের সভ্যতা এবং আমাদের সামাজিক ও বৈষয়িক ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। এই অবস্থায় আজ সময়ের দাবী হলো, বিশ্বের মংগল-শক্তি ভ্রাতৃত্ব, মানবতা ও সুবিচারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে। এই বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আন্তরিক ও সমন্বিত চেষ্টার মাধ্যমে সংঘাত ও যুদ্ধের আশঙ্কা বিমুক্ত শান্তি-সিক্ত এক নতুন বিশ্ব গড়ার দিকে আমরা পৃথিবীর সকল দেশ এবং সকল মানুষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্যও আমরা সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। আমরা আরও আহবান জানাচ্ছি, মানুষের যোগ্যতা ও সামর্থকে অস্ত্র সংগ্রহ-প্রতিযোগিতা এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর অস্ত্র সন্ধানে বিনষ্ট হতে না দিয়ে একে মানবতার সেবায় সমন্বিত করার উপযোগী পারস্পরিক সম্পর্ক বিনির্মাণে এগিয়ে আসুন। যদি আমরা এটা পারি, জগতে সুবিচার সকলের উপর আসন পাবে এবং আমাদের মানবীয় সম্পর্কসমূহ অবিচার ও বৈষম্যমূলক মানসিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ ও মংগলকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। একমাত্র তখনই বিশ্বের নিপীড়িত মানুষগুলোর সত্যিকার মুক্তি আসবে, উজ্জ্বল সুবহ সাদেকের আগমনে যুদ্ধ-বাজদের কালো হাতগুলো গিয়ে অন্ধকারে লুকাবে, মানবতা সত্যিকার শান্তির পরশ পেয়ে ধন্য হবে এবং মৌল মানবাধিকারগুলো পুনরায় বিজয়ীর বেশে মাথা তুলবে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন ঃ

আমরা সহযোগিতার সুন্দর কাঠামো, আলোচনা ও সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফরম, বিরোধ নিষ্পত্তি ও সংকট নিরসনের মাধ্যম হিসেবে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তঃসরকার প্রতিষ্ঠানকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানাই এবং অন্যদেরকেও আমরা এভাবে সমর্থন জানাতে আহবান করছি। জাতিসংঘে কিছু ক্রীড়নক চরিত্র চাপিয়ে দেয়া কিংবা এর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করাকে আমরা জোরের সাথে নিন্দা জ্ঞাপন করি। নিন্দা জ্ঞাপন করি ইসরাইল এবং ঐসব রাষ্ট্রের যারা সুপরিকল্পিতভাবে জাতিসংঘ সনদের লংঘন করছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, আরব লীগ এবং অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির লক্ষ্য ও নীতির প্রতি পুনরায় আমরা আমাদের আস্থা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করছি এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে আমাদের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি।

জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগণের অধিকার ঃ

আমাদের জনগণ তাদের বিশ্বাসের প্রতি অনুসরণ এবং সুবিচার, নৈতিকতা ও বিশ্বাসের প্রতি নিবেদিত সমাজ গঠনের ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবনের পর আমরা আমাদের জীবন ও সমাজ গঠন এবং বিশ্বের মানুষ ও দেশসমূহের সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে আল্লার কিতাব এবং রসুল (সঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা পরিচালিত হবার আমাদের দৃঢ় সংকল্পের নিশ্চয়তা দান করছি। আমরা এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ যে, সত্য ও মহত্ত্বের বিজয় এবং সুবিচার ও শান্তির এটাই সর্বোত্তম গ্যারান্টি। আর ইসলামিক উম্মার সম্মান, সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার এটাই নিশ্চিততম পথ।

আমরা আমাদের এ আকাঙ্খার ঘোষণা দিচ্ছি যে, জাতীয় জীবনে সুকৃতির প্রসার এবং মন্দের বিলুপ্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা মুসলমানদের মধ্যে শুরায়ি (পরামর্শ) সিস্টেমের অনুশীলনের প্রতিষ্ঠা করব এবং জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে এ নীতির প্রকাশ স্বাভাবিক করে তুলব। এর ফলে সম্মিলিত ধারণার মধ্যে সংহতি দৃঢ়মূল হয়ে উঠবে এবং জনগণ অনৈক্য ও বিভেদ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের নিজেদের কাজ পরিচালনায় তারা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অব্যাহত

www.pathagar.com

আলাপ-আলোচনা এবং মত বিনিময়ের সুযোগদানের জন্য মুসলিম জনগণ এবং তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক উন্নয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করব। হেদায়েতের দিশারী আল্লার কিতাব এবং রসূল (সঃ)-এর সুন্নাতের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত আমরা মানবাধিকার এবং মানব মর্যাদা সংরক্ষণ করার আমাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করছি।

একইভাবে আমরা মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা এবং অপরিহার্য প্রয়োজনগুলো পূরণে আমাদের দৃঢ় ইচ্ছার ঘোষণা দিচ্ছি। ফিলিস্তিন কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা যেখানেই সুবিচার ও মানবীয় মর্যাদার লংঘন ঘটুক তা সমুন্নত করে তুলে ধরার জন্য, মুক্তি, স্বাধীনতা ও সুবিচার কামনায় সংগ্রামরত জনগণের বিজয়ের জন্য, অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্য এবং অধিকার ও পবিত্র মূল্যবোধ সংরক্ষণের পথ রচনায় আমরা সচেষ্ট হব।

অর্থনৈতিক সহায়তার প্রশ্ন ঃ

আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ সামনে রেখে আমাদের সকল সম্পদ সমন্বিত করা এবং পরিপূরক প্রয়াসের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে সংহত করার মাধ্যমে আমাদের যারা দারিদ্র্য কবলিত তাদের দারিদ্র্য বিমোচন করা ও সমন্বিত উন্নয়নে উদ্যোগী হওয়ার আমাদের দৃঢ় ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করছি। ইসলামী সংহতিবোধের দাবী অনুসারে আমরা আমাদের স্বল্প উন্নতদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা দানের সিদ্ধান্ত করছি। আমরা আরও সিদ্ধান্ত করছি, আমাদের শিক্ষাকে ভারসাম্যমূলক করার জন্য আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দান করব।

পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা ও সুবিচারের উপর ভিত্তিশীল অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিনির্মাণের চেষ্টা-সাধনার জন্য আমরা সবাইকে আহবান জানাচ্ছি যাতে করে শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেকার বিরাট বৈষম্যের আমরা অবসান ঘটাতে পারি এবং যাতে বিকাশ ঘটাতে পারি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যা সাম্য ও সংহতির উপর ভিত্তিশীল হবে এবং যা দুর্ভিক্ষ

www.pathagar.com

ও এর বিপদ তথা পশ্চাৎপদতা ও ঔপনিবেশিক শোষণ-ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার চিরতরে অবসান ঘটানোসহ ঐসব পশ্চাৎপদ দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলকে সংহত ও ভারসাম্য-মূলক করে তুলব। প্রত্যেকটি দেশই তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার সে রাখে—এই নীতির প্রতি আমরা জানাই আমাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসংগ ঃ

'জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য'—ইসলামের এই নীতির প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা ঘোষণা করছি, অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতার মূলোচ্ছেদ না ঘটা পর্যন্ত আমরা শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য পরস্পরের সহযোগী হব এবং শিক্ষা কারিকুলামকে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ শক্তিশালী করব এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও কলা-কৌশল শিক্ষার সাথে সাথে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেমদের ইজতিহাদ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করব।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করার জন্য আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছি। এবং আরও ঘোষণা করছি, মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের সংস্কৃতিকে সংহত করা, নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটিয়ে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা, আমাদের যুব সমাজকে অজ্ঞানতা থেকে এবং তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ধর্মচ্যুত করার ষড়যন্ত্র থেকে তাদের রক্ষার জন্য আমরা আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের শক্তিকে কাজে লাগাব। ইসলামের নীতি ও আদর্শকে, এর গৌরব ও সংস্কৃতিকে ইসলামী সমাজ এবং গোটা দুনিয়ায় প্রচার করা এবং ইসলামের বিরাট ঐতিহ্য, এর আধ্যাত্মিক শক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ এবং অগ্রগতি, সুবিচার ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অমূল্য আবেদন তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গভীর আস্থা স্থাপন করে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বৈষয়িক ও জন-সম্পদের সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা দানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছি।

www.pathagar.com

আমাদের চলমান ইসলামী চিন্তার অংগন থেকে যাবতীয় বিজাতীয় ও বিভেদমূলক চিন্তার উচ্ছেদ করার মাধ্যমে একে পবিত্র এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তাধারার পুনর্বিন্যাসকরণের জন্য সবরকম চেষ্টা-সাধনারও আমরা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছি। আমরা আরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, ইসলামের শিক্ষা সামনে রেখে আমাদের সমাজ সংস্কারে কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযুক্ত এবং গোটা দুনিয়াকে আমাদের সঠিক রূপ দেখিয়ে দেয়া ও পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা নস্যাৎ করার জন্য আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যুক্ত কর্মসূচীর একক এক কাঠামোর অধীনে পক্ষপাতহীন, নীতিনিষ্ঠ ও সুবিচারমূলক গণমাধ্যম ও তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় আমরা সচেষ্ট হব।

O. I. C. ও ইসলামী সংগঠন ঃ

অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (OIC) প্রতিষ্ঠার মহৎ সিদ্ধান্তের কথা সন্তুষ্টির সাথে স্মরণ করে, অর্গানাইজেশনের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক চত্বরে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক ও তাদের সাহায্য-সমঝোতার কাঠামো হিসেবে এর দ্রুত বিকাশমান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং এই অর্গানাইজেশন থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা এবং এই গঠনমূলক কাজের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপন্থার আরও বিস্তারের আনন্দকর বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমাদের এই অর্গানাইজেশন যাতে তার উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে এজন্য একে উপযুক্ত প্রতিভা এবং পর্যাপ্ত অর্থ ও উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা দানের ওয়াদা করছি। ইসলামিক সলিডারিটি ফাণ্ড, আল-কুদস ফাণ্ড তথা এই অর্গানাইজেশনের অন্যান্য শাখা ও প্রকল্প এবং তাদের সাফল্য বিধানের প্রতিও আমরা আমাদের সার্বিক সমর্থনের ঘোষণা দিচ্ছি। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে জোরদার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিসর বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত ভূমিকা বলিষ্ঠতর করার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাবতীয় আন্তর্জাতিক ও আন্তঃগভর্ণমেন্ট ইসলামী সংস্থা-সংগঠনের প্রতি সমর্থন দানের যৌথ প্রতিশ্রুতি আমরা ঘোষণা করছি। আমরা যুক্তভাবে আমাদের অর্গানাইজেশনের নীতি ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সদস্য রাষ্ট্রের আইন-বিধির সাথে সাংঘর্ষিক নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এমন বেসরকারী ইসলামিক সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিও সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

জনগণের প্রতি ঃ

আমরা আমাদের জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি, আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি মোকাবিলার লক্ষ্যে নিজেদের শক্তিকে সংহত করার জন্য আমাদের ধর্ম ইসলামের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন এবং নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ও বিশ্বে শক্তি, সমৃদ্ধি ও মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরকে সমর্থন ও সহায়তা করুন।

বিশ্বের প্রতি ঃ

বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জনগণের প্রতি আমাদের আবেদন, মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধের আন্তরিক অনুভূতি নিয়ে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্সের সদস্যদের আবেগ অনুধাবনে এগিয়ে আসুন। আসুন আমরা সকল ঘৃণা, অবিচার ও নিপীড়নের অবসান ঘটাই যাতে করে আমরা মানবতার উপযোগী এক বিশ্ব গড়ার জন্য সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারি এবং পারি আমাদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের মান উন্নয়নে একসাথে কাজ করতে।

প্রার্থনা ঃ

আমরা করুণাময় রব্বুল আলামিন আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি আমাদেরকে সিরাতুল মোস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, আমাদের চেষ্টাকে সাফল্যের স্বর্ণ-মুকুটে শোভিত করুন এবং আমাদেরকে সালেহ বান্দার জীবন-যাপনে তৌফিক দান করুন।

> "তোমরা যারা বিশ্বাসী এবং আমলে সালেহ'র উপর প্রতিষ্ঠিত আছ তাদের জন্য আল্লার ওয়াদা, তিনি অবশ্যই তাদেরকে সফলতা দান করবেন এই পৃথিবীতে, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের সফলতা দান করেছেন। এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের ধর্মকে, যে ধর্মকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন। এবং তিনি এর বিনিময়ে তাদেরকে তাদের ভয় দূর করে নিরাপত্তা দান করবেন। আর তারা আমার উপাসনা করে, তারা কোন কিছুকেই আমার সাথে শরিক করে না। অতঃপর যারা অবিশ্বাস করবে, তারা প্রকৃতপক্ষেই দুষ্কৃতিকারী।"

www.pathagar.com

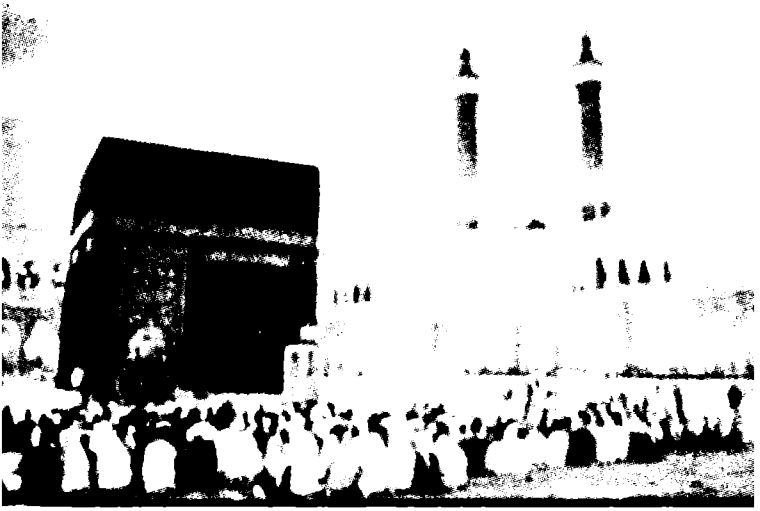

কা'বার সামনে নামাজ আদায় করছেন রাষ্ট্রপ্রধানগণ।

কা'বার চত্তরে রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে রেখে বাদশাহ খালেদের মূল ভাষণ পাঠ করছেন যুবরাজ ফাহাদ বিন আব্দুল আজিজ।

www.pathagar.com

তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মক্কা ঘোষণা প্রণয়নে শরিক ও এতে স্বাক্ষরদানকারী দেশসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিদের নাম ঃ

আলজিরিয়ান ডেমোক্রেটিক এণ্ড পিপল্‌স রিপাবলিক	প্রেসিডেন্ট চাদলী কুলাইবি
স্টেট অব বাহরাইন	শেখ ইসা বিন সালমান (রাষ্ট্রপ্রধান)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ	প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান
ফেডারেল রিপাবলিক অব ক্যামেরুন	সাদওয়া দাউদ (মন্ত্রী)
রিপাবলিক অব জিবুতি	আলহাজ্জ হাসান গুলাইবি
স্টেট অব ইউনাইটেড আরব আমিরাত	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নেহিয়ান (রাষ্ট্রপ
রিপাবলিক অব গ্যাবন	ক্যাপ্টেন আমিদ মোহাম্মদ জুবায়ের (রাষ্ট্র প্রঃ
রিপাবলিক অব জাম্বিয়া	প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ স্যার দাউদ কিবয়াজোর
রিভোল্যুশনারী পিপলস্ রিপাবলিক অব গিনিয়া	প্রেসিডেন্ট আহমদ সেকুতুরে
রিপাবলিক অব গিনিয়া-বিসউ	মিঃ সিম্বা লামিন মানিয়ে (মন্ত্রী)
রিপাবলিক অব আপার ভোল্টা	ঃ
ফেডারেল রিপাবলিক অব কমোরো আইলস	প্রেসিডেন্ট আহমদ আব্দুল্লাহ অব্দুর রহমান
রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া	আদম মালিক
ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ইরান	অনুপস্থিত
রিপাবলিক অব ইরাক	প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন
পিপল্‌স সোসালিস্ট লিবিয়ান আরব জমহিরিয়া	অনুপস্থিত
হাশেমিত কিংডম অব জর্ডান	বাদশাহ হোসেন বিন তালাল
স্টেট অব কুয়েত	শেখ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ (রাষ্ট্রপ্রঃ
রিপাবলিক অব লেবানন	ইলিয়াস সাকিস
মালয়েশিয়া	দাতো শ্রী ডঃ মাহাদির মোহাম্মদ (মন্ত্রী)
রিপাবলিক অব মালদীপস	প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল কাইয়ুম
রিপাবলিক অব মালী	প্রেসিডেন্ট মুসা তাওরি
ইসলামী প্রজাতন্ত্রী মৌরিতানিয়া	সাইয়েদ আহমদ বিন আবিন গারফি (মন্ত্রী)
কিংডম অব মরক্কো	বাদশাহ হাসান
রিপাবলিক অব নাইজার	প্রেসিডেন্ট কর্নেল হোসেন কোসি
সালতানাত অব ওমান	সুলতান কাবুস বিন সাঈদ
রিপাবলিক অব উগাণ্ডা	ওতিমা আলিমাদি (মন্ত্রী)
ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান	প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ জিয়াউল হক
স্টেট অব কাতার	শেখ খালিফা বিন হামাদ আলথানি (রাষ্ট্র প্রধ
কিংডম অব সৌদি আরব	বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আজিজ
প্যালেস্টাইন	ইয়াসির আরাফাত (পি, এল, ও, প্রধান)
রিপাবলিক অব সেনেগাল	প্রেসিডেন্ট আব্দু দাওফ
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব সুদান	প্রেসিডেন্ট জাফর নুমেরী
সিরিয়ান আরব রিপাবলিক	প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ
সোমালী ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক	প্রেসিডেন্ট সাঈদ বারি
রিপাবলিক অব চাদ	আজিল আহমদ (মন্ত্রী)
রিপাবলিক অব তিউনিসিয়া	মোহাম্মদ মাজালি (মন্ত্রী)
রিপাবলিক অব তুর্কী	বুলন্দ উলুসু (মন্ত্রী)
ইয়েমেন আরব রিপাবলিক	প্রেসিডেন্ট কর্নেলআলি আব্দুল্লাহ সালেহ
ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন	প্রেসিডেন্ট আলী নাসের মুহাম্মদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্ব

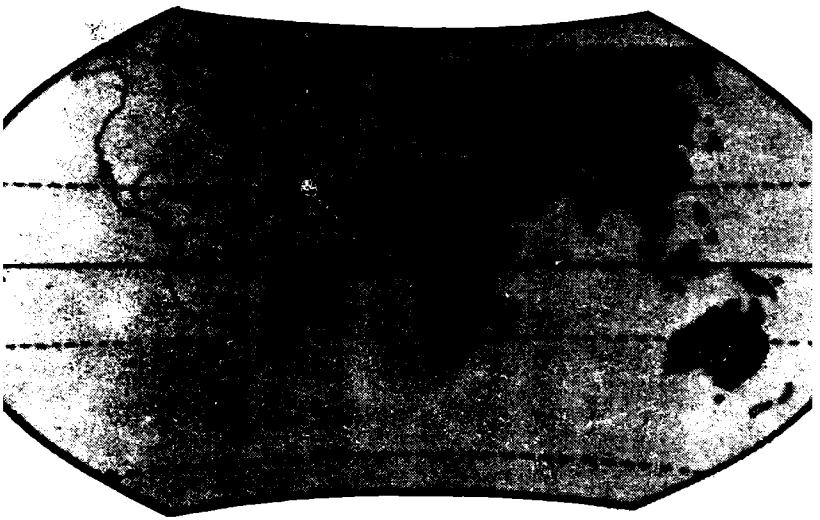

মুসলিম দেশ সমূহ

অমুসলিম দেশ সমূহ

গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ সমূহ

www.pathagar.com